রেমিট্যান্স অর্থনীতির আরেক চালিকা

অব্যাহতভাবে ঊর্ধ্বমুখী রেমিট্যান্স প্রবাহ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করছে...

লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অনেক কিছুই বদলে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কথিত সন্ত্রাসী হামলা ও সেই হামলার জের ধরে বিশ্বমন্দা ও আফগান যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতির গতি-প্রকৃতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনে। তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর রপ্তানি বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এবং ঐ অর্থবছরে (২০০১-০২) বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে ১৫ বছর পর পতন দেখা দেয়। বিশ্ব বাণিজ্যেও মন্দার এই ধাক্কা কাটাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের বিভিন্ন রপ্তানিমুখী পণ্যের একক প্রতি দর ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় পণ্য রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়েও তা সামলে ওঠা কঠিন হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল যে রেমিট্যান্স প্রবাহ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিলেন যে রেমিট্যান্স প্রবাহের পতন ঘটবে। কার্যত সেটা তো ঘটেইনি, বরং ২০০০-০১ অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ৩২% বেড়ে যায়। ২০০০-০১ অর্থবছরে দেশে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল ১৮৮ কোটি ২১ লাখ ডলার যা ২০০১-০২ অর্থবছরে বেড়ে হয় ২৫০ কোটি ১১ লাখ ডলার। তারপরও অনেকের আশঙ্কা ছিল এই ধারা অব্যাহত থাকবে না এবং যেকোনো সময়ে ধস নামবে। এ বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের সময় আশঙ্কা আরো জোরদার হয়। কিন্তু ইরাক যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারা অব্যাহত থাকে এবং অর্থবছরের ১০ মাসের মাথায় রেমিট্যান্স প্রবাহ দাঁড়ায় ২৫৩ কোটি ১৪ লাখ ডলার, যা কিনা তার আগের অর্থবছরের মোট পরিমাণের চেয়ে বেশি। আর অর্থবছর শেষে দেখা গেল যে ২০০২-০৩ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩০০ কোটি ডলার অতিক্রম করে গেছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, টুইন টাওয়ারে হামলা, আফগান যুদ্ধ, ইরাক আগ্রাসন ও সার্স- বিশ্বব্যাপী এই চারটি বড় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঘটনার সময়কালে রেমিট্যান্সে তেমন কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়নি। কেউ কেউ অবশ্য এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে– ঐ সময়ে অনেক প্রবাসীই ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অধিকহারে অর্থ পাঠিয়েছেন যা আর বেশি দিন থাকবে না। এ ব্যাখ্যাও পুরোপরি গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ, রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারাই বুঝিয়ে দেয় এটা পুরোপরি সঠিক নয়। বিশেষ করে গত দুই অর্থবছরের রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স প্রবাহের খানিকটা পতন ঘটে, কিন্তু জানুয়ারি মাসে তা পতনের চেয়ে বেশি হারে বেড়ে যায়। তারপর আবার ফেব্রুয়ারিতে খানিকটা পতন হয়ে সামনের মাসগুলোয় বাড়তে থাকে।

রেমিট্যান্স প্রবাহের এই ঊর্ধ্বমুখী ধারা গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। রেমিট্যান্স মানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত এই অর্থ প্রবাহ এখন

রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারা

(কোটি ডলারে)

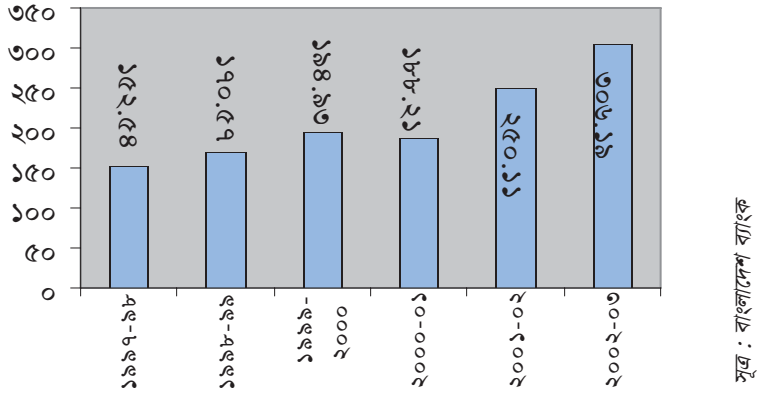

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

ইরাক যুদ্ধকালে রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রতিক্রিয়া

(কোটি ডলারে)

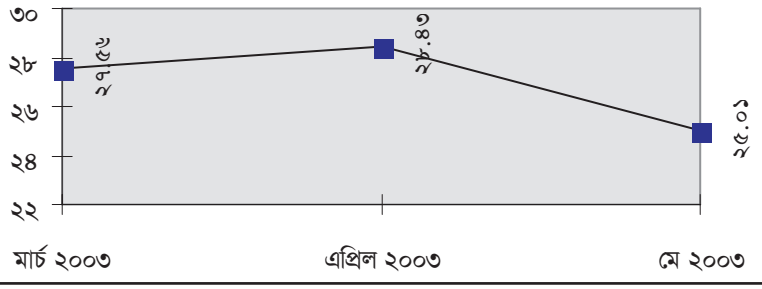

- ২০০২-০৩ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩০০ কোটি ডলার অতিক্রম করে গেছে।
- টুইন টাওয়ারে হামলা, আফগান যুদ্ধ, ইরাক আগ্রাসন ও সার্স- বিশ্বব্যাপী এই চারটি বড় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঘটনার সময়কালে রেমিট্যান্সে তেমন কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়নি।
- বাংলাদেশ ব্যাংক হুন্ডি প্রতিরোধে কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতির একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে পরিণত হয়েছে। দেশের রিজার্ভ শক্তিশালী করতে এই রেমিট্যান্স তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের এই ধারা বজায় রাখার জন্য সরকার যথেষ্ট মনোযোগী হয়েছে এবং বৈধভাবে ব্যাংকিং খাতে রেমিট্যান্স প্রেরণ করার জন্য প্রবাসীদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় চার বাণিজ্যিক ব্যাংককে এজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্বল্পতম কমিশনে ও অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাহকের কাছে রেমিট্যান্সের অর্থ পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা অনেকটা কাজে এসেছে বলেই মনে হয়। বেসরকারি ব্যাংকগুলোকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক হুন্ডি প্রতিরোধে কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। সব মিলিয়ে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে, যা মোট প্রবাহ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। বছর তিনেক আগেও দেশে বৈধ পথে যে রেমিট্যান্স আসতো, তা ছিল আসলে প্রকৃত প্রবাহের মাত্র ৪০%। বাকিটা আসতো অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর বিশ্বব্যাপীই হুন্ডি ব্যবসায় এক ধরনের বিপর্যয় ঘটে। আমেরিকা, ইউরোপসহ উন্নত দেশগুলো অবৈধভাবে তো বটেই, এমনকি বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলেও যেকোনো অস্বাভাবিক বড় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে বা লেনদেনে কড়াকড়ি আরোপ করে। স্বাভাবিকভাবে এ বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের জন্য হুন্ডি প্রতিরোধে সহায়ক হয়। ফলে ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ বেড়ে যায়। এখন প্রায় ৬০% অর্থ বিদেশ থেকে বৈধ পথে আসে। বাকি ৪০% হুন্ডির ওপর নির্ভরশীল। হুন্ডি করার সুবিধা হলো এই যে, ব্যাংক নির্ধারিত বিনিময় হারের চেয়ে কিছু বেশি অর্থ পাওয়া যায়, আবার গ্রাহকের একেবারে হাতে হাতে টাকা পৌঁছে দেয়া হয়। ফলে আমাদের দেশের সাধারণ লোকজন ব্যাংকে গিয়ে কিছুটা আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার চাইতে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাওয়াকেই লাভজনক মনে করে। সুতরাং, এ বিষয়ে আরো জনসচেতনতা বাড়ানো গেলে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়বে ও হুন্ডি নির্ভরতা কমবে। তবে এটাও মনে রাখা দরকার, দেশে অবস্থিত বড় বড় বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সবচেয়ে বড় হুন্ডির কারবার করে থাকে। চোরাচালানের কালো টাকা পাচার হয় এসব ব্যাংকের মাধ্যমেই। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড (ও এর সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক) ব্যাংকসহ অন্য বিদেশী ব্যাংকগুলোর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের শক্তিশালী অবস্থান নেয়াটাও তাই জরুরি।

১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলা ও পরবর্তীতে আফগান যুদ্ধেরকালে রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রতিক্রিয়া